Vol. 28 | No. 3 | 1985

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

যশোর জেলার লোকসাহিত্য : প্রবাদ-প্রবচন

Volume	28
Issue	3
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুস্তাফা মাসুদ
Published online	June 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v28i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i3.2
Pages	27-80
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

যশোর জেলার লোকসাহিত্য : প্রবাদ-প্রবচন

মুস্তাফা মাসুদ

১. প্রবাদ

প্রবাদ লোকসাহিত্যের একটি বুদ্ধিদীপ্ত ও মননশীল শাখা। ধাঁধার মতো প্রবাদও লোক-মানসের সংহত চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার শাণিত প্রখরতায় সমুজ্জ্বল। মানব-জীবন একটা চলমান স্রোতের মতো নিয়ত গতিশীল; এই স্রোতধারার বাঁকে বাঁকে মানুষ লাভ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শনজাত চেতনা। জগৎ, জীবন, সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় মানুষের মনে যে বিশেষ সচেতন ও সুতীক্ষ্ণ 'বোধ' জন্মে; সমাজ, জীবন ও জগৎসত্তার যে একটি অন্তর্নিহিত চেতনা-সত্য মানুষের মনকে এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতালোকে উদ্ভাসিত করে; তাই-ই মানুষকে বেশ কিছুটা দার্শনিকের পর্যায়ে উন্নীত করে। এই 'দার্শনিকতা' কোনো সিসটেমেটিক থিওরীর সুকঠিন প্রাচীর পেরিয়ে আসেনা; আপনা-আপনিই আসে সমাজ ও জীবন-সচেতন মানুষের মনে। এই 'দার্শনিকতা' আসলে এক প্রগাঢ় মানসিক সচেতনতারই সমার্থক। মানুষের এই সচেতনতার স্বর্ণফসলই প্রবাদ। প্রবাদ সম্পর্কে মার্কিন লোকবিজ্ঞানী Archer Taylor বলেছেন:

> A Proverb is a terse deductive statement that is current in tradition or, as an epigram says the wisdom of many and the wit of one.[১]

এই 'Wisdom of many'-ই প্রবাদের মননশীলতা ও উপযোগিতার চাবিকাঠি। যুগ-পরম্পরায়, লোক-পরম্পরায় প্রবাদগুলো বারবার পরীক্ষিত হওয়ার অবকাশ পায় এই নিরবচ্ছিন্ন চলমানতার কারণেই।

তাইতো প্রবাদের মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা, যে জীবন-সত্য প্রকাশিত হয়, তা' নিছক বায়বীয় কল্পনা বা ঠুন্‌কো অনুমানের বিস্রস্ত গ্রন্থিতে আবদ্ধ নয়; তীক্ষ্ণ সত্যান্বেষী মন ও সচেতন বিবেকই এর ভিত্তিভূমি, যা' শত বছরের হাজারো অভিজ্ঞতার বিচিত্রমুখী স্রোতধারায় পরিস্রুত।

প্রবাদের আদিতম জন্মস্থান লৌকিক সমাজ। লৌকিক মানুষের 'অসংস্কৃত' অথচ সৃষ্টিশীল মনে তার পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে যে-অভিজ্ঞতাবোধ জন্মেছিল, তা' থেকেই প্রবাদের সৃষ্টি—একথা আগেই বলেছি। আধুনিক যুগেও তাই প্রবাদের প্রধানতম জন্মস্থান ও লালনস্থল লৌকিকসমাজই। তবে লিখিত সাহিত্যেও যে তার প্রভাব নেই, তা' নয়; তবে তা' লোকপ্রবাদ থেকে আগত অথবা তার পরিবর্তিত বা পরিমার্জিত রূপ।

প্রবাদের সৃষ্টি কেন হয়েছে? প্রধানতঃ লোক-হিতার্থেই প্রবাদের সৃষ্টি। লৌকিক সমাজের সচেতন, বিবেকসম্পন্ন মানুষেরা তাদের সমকালীন ও পরবর্তী বংশধরদের নানাবিধ কল্যাণার্থে জগৎ-জীবন সম্পর্কে তাঁদের সুগভীর অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফল কালে কালে প্রবাদের মধ্যে বেঁধে রেখে গেছেন। লৌকিক সমাজে সেই সব প্রবাদ অনেকক্ষেত্রেই ঐশীবাণীর মতো অকাট্য বলে প্রতিপালিত হয়। এর কারণই হচ্ছে এগুলোর মধ্যে বিধৃত ভূয়োদর্শনজাত 'সত্যভাষণ', যুগান্তসঞ্চিত অভিজ্ঞতার সারাৎসার। যা' আবহমানকাল ধরে লৌকিক মানুষের জীবনাচরণ ও অনিশ্চিত নিয়তিচক্রের ওপর বিস্তার করে এসেছে অমোঘ প্রভাব; সুখে-দুঃখে, মৃত্যু-জরায়, বর্ষণে-প্লাবনে-ক্ষরায়-নবান্নে শুনিয়ে এসেছে আশা ও আশ্বাসের বাণী, দিয়েছে কল্যাণের পথে, সমৃদ্ধির পথে চলার ইঙ্গিত। শহরের তথাকথিত 'সংস্কৃতিবান' মানুষেরা এগুলোকে 'Superstition' বলে অবজ্ঞায় ভ্রূকুঞ্চিত করলেও লৌকিকসমাজে এগুলোর প্রভাব ও কদর আজও যথেষ্ট।

প্রবাদ জাতির ভিত্তিপ্রস্তরের দিকে মানুষের দৃষ্টিকে টেনে নিয়ে যায় এক অপরিহার্য জাতিতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তার তাগিদে। প্রত্যেক জাতিরই পথ-পরিক্রমা আরম্ভ হয়েছে লৌকিক জীবনের

কেন্দ্রবিন্দু থেকে। মানুষ নিশ্চয়ই প্রাথমিক অবস্থায় সভ্য হয়ে জন্মেনি। প্রাথমিক অবস্থায় সে যে-সমাজে জন্মেছে, তা' আদিম সমাজ (Primitive Society)। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্যের ফলে জানা গেছে—ইউরোপের মতো সুসভ্য দেশেরও আদিম অধিবাসীরা অর্ধ-সভ্য বা বর্বরই ছিলো।[২] তাইতো স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়—মানুষ তার আদিম সমাজ থেকে শুরু করে ক্রম-বিবর্তনের[৩] পথ বেয়ে সভ্য সমাজের সদস্য হয়েছে। তাই লৌকিক-সমাজ প্রত্যেক জাতিসত্তারই ভিত্তিমূল। এজন্যেই প্রবাদের মধ্য দিয়ে "একটি জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে আবিষ্কার করা যায়। সেইজন্যই পাশ্চাত্য মনীষী Bacon বলেছিলেন: "The genious, wit and spirit of a nation are discovered by their Proverbs."[৪]

বাংলার লৌকিক সমাজে এমনি genious-এর অভাব কোনোদিনই হয়নি। বুদ্ধির খেলা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তারা যে কতো পারদর্শী, তার নিদর্শন লোকসাহিত্যের ধাঁধা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলো। এখানে গ্রামীণ নিরক্ষর ('অশিক্ষিত'-এর সমার্থক নয়) মানুষেরা বুদ্ধি, মননশীলতা ও অভিজ্ঞতার যে স্বাক্ষর রেখেছেন, তা' বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তীক্ষ্ণ সচেতনতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে তারা অসংখ্য প্রবাদ সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর মধ্য দিয়ে নানা বিষয় সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিয়ে-শাদী, মানব-চরিত্রের প্রকৃতি, লোক-চিকিৎসা ইত্যাদি অর্থাৎ সামগ্রিক জীবনাচরণের বিচিত্র ক্ষেত্র সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সমাবেশ ঘটে প্রবাদের মধ্যে।

২· প্রবচন

'যশোর-খুলনার ছড়া' গ্রন্থে প্রবাদ ও প্রবচনকে অভিন্ন মনে করা হয়েছে।[৫] কিন্তু বিস্তারিত পর্যালোচনা উক্ত অভিমতের বিপক্ষেই রায় দেয়। শব্দার্থগত অর্থ এক হলেও প্রবাদ ও প্রবচনের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাগত অর্থ ও বৈশিষ্ট্য কখনই অভিন্ন নয়। প্রবাদের মধ্য দিয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতালব্ধ 'জীবনদর্শনে'র সংহত প্রকাশ লক্ষণীয়। এখানে বক্তব্য-

বিষয়ই প্রধান---বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রতিধ্বনিত, প্রতিভাসিত বাণী ও তথ্যই প্রধান। কেমন করে বলা হচ্ছে নয়, কি বলা হচ্ছে, কার জন্য বলা হচ্ছে , কেনো বলা হচ্ছে, তাই-ই প্রধান। কিন্তু প্রবচনগুলোতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মিতা লক্ষণীয়। এখানে বক্তব্যকে কেমন করে প্রকাশ করা হচ্ছে, অর্থাৎ এর Art Form-টাই প্রধান। বক্তব্য, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা আর আনুভূতিক 'প্রকৃষ্টতা' এখানেও আছে ; কিন্তু প্রকাশ-রীতিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। প্রবাদ সরলরেখা, প্রবচন বক্ররেখা। প্রবাদের বক্তব্য প্রায়শঃই আমাদের অনুভূতিতে সোজাসুজি প্রবেশ করে ; আর প্রবচন প্রায় ক্ষেত্রেই তীর্যকভাবে , তীক্ষ্ণভাবে। প্রবাদ বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার পরিচর্যা ; আর প্রবচন বুদ্ধি ও প্রকাশ-শিল্পের অনুশীলন। প্রবাদ বিশেষ 'তত্ত্ব' (বৈজ্ঞানিকের থিওরীর সমার্থক নয়) ও অভিজ্ঞতালব্ধ 'সত্য'কে প্রকাশ করে; আর প্রবচন বক্তব্যের কৌশল বা Style-কে প্রকাশ করে। সুতরাং প্রবাদ আর প্রবচন অভিন্ন নয় কখনই। নিচের দৃষ্টান্তগুলি লক্ষণীয়:

ক. শোল-গজালের পোনা,
যার যার মা'র কোলে
তার তার সোনা। (প্রবাদ : নিজস্ব সংগ্রহ)

খ. সব কুটুম আমার মাচায়। (প্রবাদ : নিজস্ব সংগ্রহ)

এরই পাশাপাশি—

ক. তলে তল-গোঁজা,
উপরে তিরিশ রোজা। (প্রবচন : নিজস্ব সংগ্রহ)

খ. এক পয়সা নেই থলিতি,
লাফ দে পড়ে গলিতি। (প্রবচন : নিজস্ব সংগ্রহ)

গ. ধান নেই পান নেই
ঘরভরা ইন্দুর,
ভাতার নেই পুত নেই
কপাল ভরা সিন্দুর। (প্রবচন : নিজস্ব সংগ্রহ) ইত্যাদি।

এদের তুলনা করলে কস্মিনকালেও কি এদের একধর্মবিশিষ্ট বলা সম্ভব?

ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীও প্রবাদ ও প্রবচনকে অভিন্ন মনে করেননি। তিনি বলেছেন: "প্রবাদের মতোই একরূপ সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশ সর্বত্র প্রচলিত আছে। ইংরেজীতে এগুলোকে Proverbial phrase বলা হয়—বাংলায় সম্ভবতঃ প্রবচন শব্দটি গ্রহণ করা যেতে পারে।"[৬] "প্রবাদের মতোই"—কথাটির মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তা' একান্তই বহিরঙ্গগত, আকার বা Form-গত। অর্থাৎ প্রবচনগুলোও প্রবাদের মতোই আকারে প্রায়শঃই "সংক্ষিপ্ত"। তবে "বাক্যাংশ" শুধু নয়; সম্পূর্ণ অর্থবোধক, ব্যঞ্জনা-প্রকাশক বাক্যও প্রবচনের শরীর নির্মাণ করে। প্রবচনের 'প্রকৃষ্টতা' বা বিশিষ্ট অর্থ-বোধকতা কখনও শব্দে, কখনও বাক্যাংশে, কখনও সম্পূর্ণ বাক্য-অবয়বে ছড়িয়ে থাকে, দেখা যায়। অবশ্যি শুধু আকারগত সাদৃশ্যই নয়, ধর্মগত সাদৃশ্যও কিঞ্চিৎ আছে; তবে সে-সাদৃশ্য ভিন্ন ধরনের। প্রবাদের মধ্যে যেমনি আছে বুদ্ধির, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা, প্রবচনেও তা' লক্ষিত; কিন্তু উদ্দেশ্য, মেজাজ ও প্রকাশ-রীতি সম্পূর্ণই আলাদা। প্রবাদ রচনার পেছনে থাকে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যমূলক মনোভাব—এগুলো সম্পূর্ণভাবেই 'For man's Sake'। কিন্তু প্রবচনের মধ্য দিয়ে এমনি কোনো উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা দুরূহ। এগুলো রূঢ় বাস্তব, জগৎ ও জীবন-সত্যের কঠোর, নিরপেক্ষ ভাষ্য। প্রবাদের মধ্য দিয়ে মানব-কল্যাণাকাঙ্ক্ষী সহানুভূতিশীল মানসিকতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ দেখা যায়; আর প্রবচনগুলোতে একটা বিতৃষ্ণ মানসিকতার ব্যঙ্গ-কুটিল তিক্ততা প্রকাশিত হয়। এজন্যেই, স্বাভাবিকভাবেই প্রবচনের চেয়ে প্রবাদ বেশী Humanist—মানুষের কল্যাণ-বোধে জাগ্রত, মূল্যবোধে শ্রদ্ধাশীল।

জগৎ-জীবনের নানা অবক্ষয়, অসংগতি, চারিত্র-ধর্ম ইত্যাদি অতি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয় প্রবচনের মধ্য দিয়ে। লোকসাহিত্যের প্রবচন বাংলা বাক্-রীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। বক্তব্যের এমনি Style, আকর্ষণীয়তা, ব্যঞ্জনাময় বক্রতা ও

স্যাটায়ারের সুনিপুণ মিশ্রণ বাস্তবিকই চমকপ্রদ। এই প্রকাশ-রীতির বিশিষ্টতাই প্রবচনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

প্রবচনগুলো ছোটো ছোটো হয়েও এক-একটি নিটোল বাণী-প্রতিমা। এদের স্বল্প-বিস্তৃত পরিসরের মধ্য দিয়ে অনেক বেশী বক্তব্য প্রকাশ করা সম্ভব। বাংলা লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই প্রবচনের বিশিষ্ট আসন স্বীকৃত।

৩. প্রবাদ ও প্রবচন-সংগ্রহ

ক. প্রবাদ-সংগ্রহ

যশোর জেলা থেকে আমার সংগৃহীত প্রবাদগুলোকে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

(১) মানব-চরিত্র বিশ্লেষণমূলক;
(২) বাস্তব জীবনদর্শনমূলক;
(৩) স্বাস্থ্য - বিষয়ক;
(৪) কৃষি - বিষয়ক।

মানব-চরিত্র বিশ্লেষণমূলক প্রবাদ

(১)

ইল্লেত[৭] যায়না ধুলি[৮]
খাইজেত[৯] যায়না ম'লি।[১০]

তুলনীয়: "কয়লা ধুলে ময়লা যায়না।"

(২)

বাপ ভালো তার বেটা ভালো
মা'র গুণে ঝি.

গাই ভালো তার বাছুর ভালো
দুধ ভালো তার ঘি।

(৩)

ঘায়ো[১১] কাঁঠাল যার
মুচি খন্দের তার।

ভাবার্থ: ইতরের সাথে ইতরেরই বন্ধুত্ব ও সমধর্মিতা গড়ে ওঠে।

(৪)

টাকা গোল পয়সা গোল
গোল আলুও গোল.
তাহার চেয়ে অধিক গোল
মনের গণ্ডগোল।
কাক কালো কোকিল কালো
কালো ফিঙের বেশ;
তাহার চেয়ে অধিক কালো
মনের হিংসা-দ্বেষ।
গুড় মিষ্টি মধু মিষ্টি
মিষ্টি আরও চিনি;
তাহার চেয়ে অধিক মিষ্টি
মুখের কথা শুনি।

(৫)

কুহুরির[১২] প্যাটে ঘি-ভাত সয়না।

ভাবার্থ: কোনো কিছু অপাত্রে দান করলে তার অমর্যাদাই হয়

(৬)

ছোট লোক বড় হলি
খাইতেত ভার যায়না মলি,

ছুঁচোর গায় আতর মাহালি[13]
গন্ধ কি তার যায়রে ধূলি?

ভাবার্থ: ১নং-এর সমার্থক।

(৭)

মামুগের[14] বাড়ি আগুন লাগেছে[15]
এই সলকে[16] পার হ'।

তুলনীয়: ঝোপ বুঝে কোপ মারো।

(৮)

ঘন কথা যার
চুপো[17] আম তার।

(৯)

এক চোখ কানা যার,
বিরোআশী[18] বুদ্ধি তার।

পাঠান্তর: ঠ্যাটা[19] ঢেহির[20] বাজনা বড়।

তুলনীয়: শূন্য কলসী বাজে বেশী।

(১০)

নি-নায়েরীর[21] গৈরব বড়
নতুন মোড়লের ফুটোনি[22] বড়।

(১১)

ছান্‌চি শাগের[23] নান্‌নি[24] বেশী,
পুরনো নাঙের[25] কাননি[26] বেশী।

ভাবার্থ: আদেক্‌লেপনা নিন্দনীয়।

(১২)

যেমন শাম তেমনি কানাই
উদা[২৭] ধানের বঁশো[২৮] মুনাই।[২৯]

ভাবার্থ: নিকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্টের মিলন হয়।

(১৩)

যেমন বাজারে দুধ,
তেমনি মান্দারে চলা।[৩০]

ভাবার্থ: ১২নং-এর সমার্থক।

(১৪)

আব ভালোতো জগৎ ভালো।

(১৫)

যার মনে যা'
ফাল দে[৩১] ওঠে তা'।

(১৬)

মনের দোষে মোশোর[৩২] পোড়ে।

ভাবার্থ: খারাপ উদ্দেশ্য পরিণতিতে মন্দই ডেকে আনে।

(১৭)

জাত গুণে তাঁত বয়
লোকে কয় জোলা।

ভাবার্থ: বংশগত ঐতিহ্য মানুষ কখনই পুরোপুরি অতিক্রম করতে পারেনা।

(১৮)

আমার আছে তোমার নাই
কিসির[৩৩] এট্টা মিয়া ভাই।

ভাবার্থ: বিত্তবানের সাথে নিঃস্বের বন্ধুত্ব হয়না।

(১৯)

হয় যদি সু-জন
এক বিছেনে নয় জন;
হয় যদি কু-জন,
নয় বিছেনে নয় জন।

(তাতেও সুখ হয় না)

(২০)

যার নেই উত্তর-পুব[৩৪]
তার মনে সদাই সুখ।

(২১)

চোরের মন ভাঙা বেড়ার দিকে।

(২২)

বাঁশ পাকলি সরু,
পোঁদ[৩৫] পাকলে গরু;[৩৬]
কায়েত[৩৭] বুড়ো হলি হীরের ধার,
চাষা বুড়ো হলি গরুসার।

(২৩)

চোরের কিরে[৩৮] বাঘের গো
লম্পট বলে মা—

তিন জাতের কথা কেউ
বিশ্বাস করো না।

(২৪)

জোলা-যুগী তাঁত বোনে,
যার কোলে সেই টানে।

(২৫)

বাওনের[৩৯] বুদ্ধি নাড়ে[৪০]
না'ড়ের[৪১] বুদ্ধি হাড়ে
চাঁড়ালের বুদ্ধি ঘাড়ে।

(২৬)

আপন ভালো পাগলেও বোঝে।

(২৭)

বৃক্ষ তোর নাম কি?
—ফলেনং পরিচয়।

(২৮)

পরের হোলে পাড়া লাগলি
নুয়ার[৪২] মতো লাগে,
নিজির হোলে পাড়া লাগলি
তুলোর মতো লাগে।

ভাবার্থ : পরের স্বার্থকে ছোট করে দেখা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

(২৯)

খোঁড়ার কুড়ি বুদ্ধি।[৪৩]

(৩০)

নতুন নতুন তেঁতোলির ভাঁটি
পুরনো হলি বাতায় গুঁড়ি।

ভাবার্থ: নূতনের আদর এবং পুরাতনের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ মানব-চরিত্রের স্বাভাবিক, সহজাত প্রবণতা।

বাস্তব জীবনদর্শনমূলক প্রবাদ

(৩১)

দুধ নষ্ট গো-চ্যানায়[৪৪]
ছেলে নষ্ট হাটে,
বউ নষ্ট না'য়েরে[৪৫]
মেয়ে নষ্ট ঘাটে।

(৩২)

সব কুটুম আমার মাচায়।

ভাবার্থ: নিজের অর্থ-কড়ি, সমৃদ্ধি-প্রতিপত্তি থাকলে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা অটুট থাকে, না থাকলে আপনজনও কাছে ঘেঁষেনা—মানব-জীবনের এই চিরন্তন ট্রাজেডীই এই সামান্য ক'টি কথার মধ্যে বিধৃত।

(৩৩)

হাজার টাকা সিথেনে[৪৬]
কান ভাঙানি পোথেনে।[৪৭]

ভাবার্থ: কানে কানে কুৎসা রটিয়ে দিয়ে হাজার টাকার কাজও পণ্ড করে দেয়া যায়।

(৩৪)

বাপের বাড়ীর মাটি,
চুপচুপোয়ে[৪৮] হাঁটি;

শ্বশুর বাড়ির মাটি
দবদবায়ে[৪৭] হাঁটি।

(৩৫)

মা'র পেটের ভাই
কোথায় যেয়ে পাই।

(৩৬)

কালো মানুষ বর্ণচোরা,
তার মদ্দি মধু পুরা,
সুন্দর মানুষ নাড়ার ছাই—
তার মদ্দি কিছুই নাই।

(৩৭)

নিম তিতে নিশিন্দে তিতে,
তিতে মাকাল ফল,
তার চেয়ে অধিক তিতে
দুই সতীনের ঘর।

(৩৮)

মাছ খাবোতো ইলশে,
ভাতার ধরবতো মিন্‌সে।[৫০]

(৩৯)

মারি তো গণ্ডার
লুটি তো ভাণ্ডার।

(৪০)

মন গুণে ধন
বিচি গুণে কড়ি,

কাঁঠাল খাবি মুনারগঞ্জে
ঘু খাবি আসে বাড়ি।

ভাবার্থ: নিজের মন ও উদ্দেশ্য ভালো বা মন্দের প্রেক্ষিতে ফলাফল নির্ণীত হয়।

(৪১)

ঝড়ের আগে পড়ে কলা আর কচু;
মানান্তরের[৫১] আগে মরে জোলা আর কলু।

ভাবার্থ: হীনাবস্থার লোকেরাই সর্বাগ্রে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

(৪২)

অন্ধকার ঘুরঘুট্টি।
চোরের মায়ের নিরপুট্টি।
দোস্‌তনা[৫২] ফটিক[৫৩] ফাটে,
চোরের মায়ের বুক ফাটে।

—এখানে চোরের প্রাদুর্ভাব এবং সে-সম্পর্কে জনগণের প্রতি পরোক্ষ হুঁশিয়ারী প্রকাশিত।

(৪৩)

কুকুরির মত খাটপা
ঠাকুরির মত খাবা।

(৪৪)

আতি চোর পাতি চোর
সিনি দিনি সিঁদেল চোর।

(৪৫)

গুরুর কথা শুনবানা ক্যানে,
পরাণ যাবে হ্যাঁচ্‌কা টানে।

(৪৬)

দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা
ঘনায় বসে কাছে,
কথা দিয়ে কথা নিয়ে
পরাণে মারে পাছে।

(৪৭)

যদি পড়ে কহর[৫৪]
না ছাড় শহর।

(৪৮)

যার পাটা তারির নুড়া,
ভাঙবে তারির দাঁতের গুড়া।

ভাবার্থ : পরের সর্বনাশের জন্য কৌশল-জাল বিস্তার করলে পরিণামে তাতে নিজেকেই জড়াতে হয়।

(৪৯)

মাঘ মাসে যদি ছাড়ে বাও
আগে মরে বুড়ো-বুড়ি
পাছে মরে ছাও।

(৫০)

মায় জানে পুতির দরদ
বাপে জানে চ্যাট,[৫৫]
বাপের পোড়ে চ্যাট
আর মা'র পোড়ে প্যাট।

(৫১)

পরে পা'লি[৫৬] জ্বরে পায়
বিনি জ্বরে জ্বর বয়।

ভাবার্থ : পরের জিনিসকে কেউই সহানুভূতির চোখে দেখেনা।

(৫২)

মা আবানে[৫৭] বাপ হয় তাঐ[৫৮] ।

(৫৩)

য্যানে[৫৯] গেলি বাঘের ভয়
সেহেনি[৬০] গেলি রাত হয়।

(৫৪)

কাজ থুয়ে মারে মাছ
বিধি লাগে তার পাছ।

(৫৫)

মা'র বিদ্যে বড় বিদ্যে
ভূত পলায় তার ডরে।

(৫৬)

পাপ করোনা পাপ করোনা
ঠ্যারূপা পাপের দায়,
ষোল আনা পাপ করলি
ভরা ডুবে যায়।

(৫৭)

যার ঘরে আছে টাকা,
তার কথার বড় ঘটা;
যার ঘরে আছে ধান,
তার কথার বড় টান।

(৫৮)

চা'র আ'ল উচো মদ্দি নিচে
ঘন ফ্যালে পা,

যার মা ভালো তার ছা' ভালো
বারে বেটা বা।

(৫৯)

ভাই রাজা বোনের কি,
স্বামী রাজা রাজরাণী।

(৬০)

ভা'র ভাত
ভায়েনীর[৬১] হাত।

ভাবার্থ: ভাইয়ের সংসার থেকে বোনকে কিছু পেতে হলে ভাবীর কৃপাদৃষ্টিই আগে প্রয়োজন ; কেননা ভাইতো তারই সম্মোহন-জালে বন্দী।

(৬১)

কাজে খল দুধি জল,
তার দুঃখ যাবতকাল।

(৬২)

আমার আছে তুমার নাই,
পাছ দুয়ার দে' বাড়ি যাই।

(৬৩)

অতি সুন্দরী না পায় বর,
অতি গুণবতী না পায় ঘর।

(৬৪)

আত্ম রেখে ধর্ম,
তবে হবে কর্ম।

(৬৫)

জাতের মেয়ে কালোও ভালো,
নদীর জল ঘোলাও ভালো।

(৬৬)

সম্ম্য[৬২] বাড়ে ফুলি,[৬৩]
মেয়েমানুষ বাড়ে শুনি।[৬৪]

(৬৭)

এ্যাড়া[৬৫] গরু ভ্যাড়া[৬৬]!
বাঙ্গা গরু ঘোড়া।[৬৭]

(৬৮)

নিত্যি সুতোয় লোহা কাটে।

ভাবার্থ: ক্রমাগত চেষ্টা করতে থাকলে ক্ষুদ্র আয়োজনও বৃহৎ কর্ম সম্পাদন করতে পারে।

(৬৯)

ঝাল জব্দ শিলে,
বউ জব্দ কিলে।

(৭০)

জাত কাপড়ের ভাঙাহানও[৬৮] ভালো।

ভাবার্থ: বংশগত ঐতিহ্য অবস্থার পরিবর্ত্তনেও বিলীন হয়ে যায়না।

(৭১)

ম্যাড়া কোঁদে খুটোর জোরে।

ভাবার্থ: পেছনে ইন্ধন জোগালে শক্তিহীন ব্যক্তিও আস্ফালন করে।

(৭২)

অতি চালাকের গলায় দড়ি।

(৭৩)

দো-দেল বান্দা কল্‌মা চোর
না পায় স্বর্গ না পায় গোর।

(৭৪)

মন চাঙ্গা কাটে গঙ্গা।

ভাবার্থ: ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় থাকলে কোনো বিপদেই আটকায়না।

(৭৫)

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়,
চুনো পুঁটির পরাণ যায়।

(৭৬)

ধ্বজে মানুষ গজে কলা।

(৭৭)

একে মিনমিন দুয়ে পাঠ,
তিনে গোলমাল চারে হাট।

(৭৮)

কুকুর চেনে ছাইগাদা।

ভাবার্থ: ইতর স্বভাবের লোকেরা ইতরলোকের সান্নিধ্যই পছন্দ করে।

(৭৯)

খালি ছালায় গিরে আঁটেনা।

তুলনীয়: 'শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজেনা'।

(৮০)

সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস,
অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

(৮১)

পরের ভাতে প্যাট নষ্ট,
পরের তেলে মাথা নষ্ট।

(৮২)

লেপ্‌লে পুছলে ঘর
কামালে কুমালে বর

(৮৩)

ডান হাতখান দিলি
বাঁ হাতখান পাওয়া যায়।

(৮৪)

মানীর মান আল্লা রাহে।

(৮৫)

দারড়াতি গেলি দোড়োতি হয়।

(৮৬)

ফল্ল ফল নারিকেল ফল,
সুন্দরী নারী আর গঙ্গার জল্ল।

(৮৭)

নি-কচকচির উপোস ভালো।

(৮৮)

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

(৮৯)

শরীরের নাম মহাশয়
যা সহাও তাই সয়।

(৯০)

আম-কাঁঠালের ছায়া—
সৎ মা'র দয়া;
বট-পাকুড়ের ছায়া—
আপন মা'র দয়া।

(৯১)

চাষা-ভাঙা ধামা,
পাটনী-ছাড়া নৌকা;
কাপালি[৬৯]-চষা ভূঁই,
বাওন-ছেঁড়া ধুতি—
(কোনোই কাজে লাগেনা)

(৯২)

তরকারীর মতো তরকারী হ'লি
অল্প জ্বালে সেজে[৭০]
বুদ্ধিমানের ঝি হ'লি
অল্প কথায় বোঝে।

(৯৩)

শক্তেরে ভক্ত, ঢিলেরে কিল্লে।

ভাবার্থ: শক্তিমানকে সবাই ভয় পায়; আর দুর্বলের ওপর সবাই দৌরাত্ম্য করে।

(৯৪)

এক নেড়ী জুটালি
সাত নেড়ী জোটে।

ভাবার্থ : ইতরলোকের সাথে আত্মীয়তা করলে সেই সূত্রে অনেক ইতরলোকের সমাগম হয়।

(৯৫)

সমান-পথে ঘুরা ভালো।

(৯৬)

জানি কাজ পানি
না-জানি কাজ
আসমান আর জমিন।

(৯৭)

ভাতারে ধল্লি নাঙের দুহোইতি কুলোয়না।

ভাবার্থ : উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে পড়লে লম্পট শায়েস্তা হয়।

(৯৮)

হাড় ভাঙলি জোড়া লাগবে
কলে আর বলে.
মন ভাঙলি জোড়া লাগবে না
ইহ জন্মের ফলে।

(৯৯)

দশজন য্যানে,
খুদাতাল্লা স্যানে।

(১০০)

কেনা চা'লের ভগা ভাত।

স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় প্রবাদ

(১০১)

কাত্তি[৭১] মাসের রোদ-নিয়ার[৭২]
যে লাগাবে গায়,
ঠিক তার হবে জ্বর
কে ঠেকাবে তায়।

(১০২)

ফল খেয়ে জল খায়
যম বলে আয় আয়।

(১০৩)

কোলের জিপুত[৭৩] কোল-ন্যাংড়া,[৭৪]
মাটির জিপুত সোনার চাংড়া[৭৫]।

(১০৪)

উনো[৭৬] ভাতে দুনো বল,
ভরা ভাতে রসাতল।

তুলনীয় : খা'লি মরে, না খা'লি মরেনা।

(১০৫)

খেয়ে হাগে শুয়ে জাগে,
সে-মানুষ না কবিরাজ লাগে।

কৃষি-বিষয়ক প্রবাদ

(১০৬)

ধান নষ্ট গাদায়,
তিল নষ্ট কাদায়।

(১০৭)

বারো মাসে তেরো খা'ন[৭৭]
এ্যাহে[৭৮] ভাদ্দরে ঝুনো।

(১০৮)

জাওলা[৭৯] তাতে[৮০]
চাষা মাতে[৮১]।

(১০৯)

যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

(১১০)

দিনের মেঘে পান
রাতের মেঘে ধান।

(১১১)

আমে ধান,
তেঁতুলে বান।

(১১২)

পুবি আড়া[৮২] ভরবে গাড়া[৮৩]
শুকোবেনা খাড়া খাড়া[৮৪]।

(১১৩)

দিনে বর্ষা, রাতে তারা
এই হলো দুঃখের ধারা।

(১১৪)

পাতলা গাছ—ফসল ভালো,
ঘন গাছ—দেখতে ভালো।

তুলনীয়: তেলেগু প্রবাদ—পলুচন পনৃট বেড়ুকু/ও ত্তু চুদ বেড়ুকা।

(১১৫)

সেচ দিয়ে করো চাষ,
ফসল হবে বারো মাস।

খ. প্রবচন-সংগ্রহ

যশোর জেলা থেকে আমার সংগৃহীত প্রবচনগুলো মোটামুটি তিন শ্রেণীর—তবে এ-শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণভাবেই বহিরঙ্গগত বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে করা—

(১) বাক্যগত প্রবচন;
(২) বাক্যাংশগত প্রবচন;
(৩) শব্দ-সমন্বিত প্রবচন।

বাক্যগত প্রবচন

(১)

বা'র বাড়ি উদ্দুম[৮৫] বাজে
ভেতর বাড়ি ছুঁচো পাদে।

অর্থ: বাইরে জাঁকজমক, ভেতরে অন্তঃসারশূন্যতা।

(২)

ভাতে ভাত গোঁজা
উপর তিরিশ রোজা।

(৩)

মাথায় চুল নেই, বগলে বাবরী।

(৪)

দায় ধায় নেই, আছড়ে জুত আছে।

তুলনীয়: 'লেপাফাদুরস্ত'।

(৫)

মাচা নেই তার বুধবার।

—অনিশ্চিত অগ্রিম পরিকল্পনার প্রতি বিদ্রূপবাণ। তুলনীয়: 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।'

(৬)

গাঙে পানি নেই
কুমির খপ্‌খপ্‌ করে।

—৩ ও ৪ নং-এর সমার্থক।

(৭)

আস্‌সার নেই কাস্‌সার আছে,
মাছধরা নেই খালোই ধরা আছে।[৮৬]

(৮)

গুদি[৮৭] নেই নোম,[৮৮]
বাজে ভোম ভোম।

(৯)

নামে তাল পুকুর--
ঘটি ডোবেনা।

(১০)

গুদি নেই ত্যানা,
নিত্যি হাটে তামুক কেনা।

(১১)

দূরিত্তে শোনা যায়
বড় বড় ঘোড়া,
কাছে যা'য়ে দেখগে
খ্যাঁক শিয়েলের বাড়া[৮৯]।

(১২)

খ্যাতে বাগুন নেই
কুড়ের ভাওড়া[৯০]।

(১৩)

স্যাটায়[৯১] ধরেনা
কান্দা[৯২] বা'য়ে[৯৩] পড়ে।

(১৪)

নায় ধরেনা শুয়ে চলে।

(১৫)

ভাতের নামে খোঁজ নেই
সাতারো ভাগে খাটা[৯৪]।

(১৬)

এক পয়সা নেই থলিতি,
লাফ দে পড়ে গলিতি।

(১৭)

উটোনি[৯৫] নেই তার ফুটোনি,[৯৬]
বাক্স নেই তার ছুড়ানী[৯৭]।

(১৮)

ধান নেই পান নেই
ঘর ভরা ইন্দুর,
ভাতার নেই পুত নেই—
কপাল ভরা সিন্দূর।

(১৯)

ঘরে নেই কড়া কড়ি
বিধেতার গলায় দড়ি।

(২০)

ঘোড়া বলে হাত দিহিলাম[৯৮]
হাত দে দেহি যে ভ্যাড়া।

১০ থেকে ২০নং পর্যন্ত ৩ ও ৪ নং-এর সমার্থক।

(২১)

যার মা'র গুদি খ্যাতা
তার পুতির এতো গুদ পোড়ানো কথা।

—শক্তিহীনের আস্ফালনের প্রতি কটাক্ষ।

(২২)

কাঙ্গালের ছাওয়ালের নুঙ্গাই নাম।

—তুলনীয় : 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন'।

(২৩)

এ্যাতর আলীর ছাওয়ালের
ক্যাতর আলী নাম।

—২২ নং-এর সমার্থক।

(২৪)

উড়ে আ'লো শ্যাক[৯৯],
তার ম্যাকমেকিডে[১০০] দ্যাক।

—নবাগতের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়িকে বিদ্রূপ।

(২৫)

যে না আ'লে শ্যাষে
সে না খোলো দ্যাশে।

—২৫ নং-এর সমার্থক।

(২৬)

বাঁশতলায় বিয়েলো গাই,
সেই পক্ষের খালাতো ভাই।

—অনেক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের মধ্যে হঠাৎ মাত্রাতিরিক্ত মাখামাখি দেখে ব্যঙ্গ।

(২৭)

মাচার তলে ভেড়ার লেদি,
সেহেনি তুমার খুনারজাদী[১০১]।

— সতীন-কন্যার উদ্দেশ্যে ক্ষুব্ধ সৎ মায়ের বিষোদগার।

(২৮)

পোড়েলো পোড়ে
নাউ[১০২] গাছটার গোড়ে।
যদি বা পোড়ে—
ধীরি ধীরি পোড়ে।

— সৎ মায়ের কৃত্রিম দরদের প্রতি কটাক্ষ।

(২৯)

কতো দেহিছ দেখবা আর
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

— কোনো আকস্মিক পরিবর্তনের খবরে প্রাচীন-পন্থীদের ঘৃণা প্রকাশ।

(৩০)

আ-জান জানানি,
পাড়ার ছাওয়াল কান্দানি।

— নিন্দুকের প্রতি কটাক্ষ।

(৩১)

থাহ থাহ যাও
পা দে ঠেলে নাও।

— মুখে মুখে খাতিরের ভান দেখানোর প্রতি বিদ্রূপ।

(৩২)

থ্যাদায়না উঠোন চষে।

—যারা পরোক্ষভাবে, সুকৌশলে শত্রুতা সাধন করে, তাদের উদ্দেশ্যে।

(৩৩)

মোটে মা রান্ধেনা—––
তপ্ত[১০৩] আর পান্তা।

—অপদার্থ ব্যক্তির সামান্য কোনো কাজের সাফল্যে বিদ্রূপ।

(৩৪)

কতো কতো ঘোড়া গেল তল,
কানা ঘোড়া উঠে বলে হাঁটুজল।

—অযোগ্য ব্যক্তির আস্ফালনকে বিদ্রূপ।

(৩৫)

যে হাটের ইজেদ্দার[১০৪]
সেই হাটের ঝাড়ুদার।

—নিয়তির অমোঘ বিধানে ভাগ্যবান মানুষের অবস্থা-বিপর্যয় সম্পর্কিত দীর্ঘশ্বাস।

(৩৬)

নাচগোচ বউ আমার
হাতের ওজন আছে,
ছোট সরাডা ভাংগে গেছে
বড় সরাডা আছে।

—কোনো অবস্থাতেই যে নিজের জিনিস খোয়াতে দেয়না, তার স্বার্থপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

(৩৭)

আম-দুধ এক সাথ হয়েছে
আঠি আদাড়ে গেছে।

ভাবার্থ: হাজারু গোলমাল হলেও রক্ত-সম্পর্কের লোকেরা মিলে যায় এবং স্ব-দলীয় কলহকারীরা নেপথ্যে চলে যায়।

(৩৮)

বাইরে কঠোর পত্তন,
ভিতরে ছুঁচোর কীত্তন।

—৩ ও ৪ নং-এর সমার্থক।

(৩৯)

পরের পিঠে
বেজায় মিঠে।

(৪০)

ওঠ্ ছেম্‌ড়ি তোর বিয়ে
খুচনি মাথায় দিয়ে।

—আকস্মিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অত্যাধিক ব্যস্ততা দেখে ঠাট্টা।

(৪১)

পিঠে খাও, পিঠের ফোঁড় গোণনা।

—অকৃতজ্ঞ সুবিধাভোগীর প্রতি তীব্র শ্লেষ।

(৪২)

থাক্‌তি দেলোনা ভাত-কাপড়
মরলি দেবেনে থান-কাপড়।

—অকর্তব্যপরায়ণ উত্তরাধিকারীর উদ্দেশ্যে কটাক্ষ।

(৪৩)

চাচী বড় সাট্[১০৫]
পাছার কাপড় তুলে দেখো
আশিখান দাদ।

—৩ ও ৪ নং-এর সমার্থক।

(৪৪)

যে চাচীর হাতের রান্না খাইনি
সেই বড় গিন্নি।

(৪৫)

হয় কুচে তুই নে
শোল আমারে দে'
নয় শোল আমারে দে'
কুচে তুই নে।

—কৌশলী প্রবঞ্চককে বিদ্রূপ করা হয়েছে।

(৪৬)

মুতে চিঁড়ে জিজেবো, তবু গঙ্গায় নামবোনা।

—মাত্রাতিরিক্ত আলস্যকে বিদ্রূপ।

(৪৭)

বুচ[১০৬] খাতি নুচ[১০৭] করে
বাগানে যাতি ভয় করে।

—কোনো প্রকার ঝুঁকি নিতে নারাজ, এমন সুবিধাবাদীকে ব্যঙ্গ।

(৪৮)

নিহে[১০৮] পুষ্‌তি হাউস করে
ছাওয়ালডার জন্যি পরাণ পোড়ে।

—কোনো দিকের লাভ ছাড়তে চায়না—এমন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কটাক্ষ

(৪৯)

আমি কান্দি মা'র লা'গে,
মা কান্দে নাঙের লা'গে।

—সহানুভূতিপ্রাপ্ত অকৃতজ্ঞকে কটাক্ষ।

(৫০)

যার গলা ধরে কান্দি
তার চোখি নেই পানি।

—৪৯ নং-এর সমার্থক।

(৫১)

খাওয়ার সময় গাই,
বিয়েবার সময় বাছুর।

—অকর্মণ্য সুবিধাবাদীর উদ্দেশ্যে কটাক্ষ। তুলনীয়: 'কাজে কুড়ে ভোজনে দা'ড়ে'।

(৫২)

বান্দীর নাগ[১০৯] চৌহির[১১০] পরে।

—পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে ক্ষুব্ধা শাশুড়ীর বিষোদ্‌গার।

(৫৩)

নরম মাটি পা'য়ে
কেঁচো ওঠে ধা'য়ে।

—শক্তিহীনের প্রতি দৌরাত্ম্যকারীর উদ্দেশ্যে ঘৃণা প্রকাশ।

(৫৪)

মানুষ আবানে ভাগ্নে পুষি
তুঁই আবানে উঠোন চষি।

—অতিরিক্ত এবং বাজে খরচ করাকে বিদ্রূপ।

(৫৫)

এই দিন দিন নয়
আরও দিন আছে,
এই দিন ঠেলে নেবো
সেই দিনের কাছে।

তুলনীয়: 'এক মাঘে শীত যায়না'।

(৫৬)

ছাগলে বলে আল্লা খা'লাম
গিরস্থ বলে পরাণে ম'লাম।

—হাজার খরচ করার পরও কারুর-কারুর মন না পেয়ে বিদ্রূপ।

(৫৭)

চাচীর ডা'লে জা'গায় জা'গায় নুন।

— সন্তান পক্ষপাতিত্বের প্রতি বিদ্রূপ।

(৫৮)

সব শাগে পোক আছে।

(৫৯)

মিয়ার বাড়ি নয়হান কাছারী,
মিয়া শোয় বা'রবাড়ী।

—কোনো অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে কোনো কারণে দীনাবস্থায় দেখে এ-ভাবে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কৃত্রিম সমবেদনা প্রকাশ করা হয়।

(৬০)

বাড়ির ভাতও খা'লামনা
ম্যাজবানীতিও গেলামনা।

— উভয়কুল হারানো অর্থে।

(৬১)

কোথায় রাম রাম
আর কোথায় ট্যামট্যাম।

—অসমান প্রতিপক্ষ বোঝাতে।

(৬২)

ভাত ছাড়ালি কাকের অভাব হবেনা।

—বিত্তবানের আত্মম্ভরিতা অভিব্যক্ত।

(৬৩)

খায়না মুলো জালি আছে,
তোলেনা মুলো পা'কে গেছে।

—অপেক্ষাকৃত কমবয়সী মেয়ে যৌন-কেলেংকারী বা ঐ জাতীয় কিছু ক'রে বসলে এভাবে তীব্র কটাক্ষ করা হয়।

(৬৪)

ভাগের ত্যাল কচায়[১১২] মাখপ।

—নিজের প্রাপ্য অংশ আদায় সম্পর্কিত আপোষহীন মনোভাব।

(৬৫)

চুল নেই নীলে ঝি
চিলেয়[১১৩] বান্দে খোঁপা,

আগুন দে পুড়ায় দ্যাও
নীলে ঝি-র চুপা[১১৪]।

—সব ব্যাপারে আদেকলেপনা করা যে মেয়ের অভ্যাস, তার সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি।

(৬৬)

চটা দ্যাও, খ্যাড়[১১৫] দ্যাও, ভারো।

—অধিক ব্যস্ততা প্রকাশকারীর উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গোক্তি।

(৬৭)

আমাটি[১১৬] শুয়োলো,[১১৭] চামাটি[১১৮] শুয়োলো
শুয়োলো দুডো মাই,
হাঁটুর মদ্দি মাথা দিয়ে
সায়ো[১১৯]-দে ছাড়ে হাঁই।

— সতীন বা অবাধ্য পুত্রবধূ অবস্থা বিপর্যয়ে মারাত্মকভাবে জব্দ হলে তার উদ্দেশ্যে সুতীব্র বিষোদ্‌গার।

(৬৮)

বড় ঘরামীর চালে ছোন[১২০] নেই।

— তুলনীয়: 'চেরাগের গোড়ায় অন্ধকার'।

(৬৯)

ভাগের কাঁঠাল জ্বরগায় খাব।

—৬৪ নং-এর সমার্থক।

(৭০)

গাধা সেই পানি খায় তবু ঘোলায় ঘোলায় খায়।

বাক্যাংশগত প্রবচন

(৭১)

গুড় ব্যাগর[১২১] ধাপড়া[১২২] গড়া।

অর্থ: বাধ্য হয়ে নিকৃষ্ট বিকল্প গ্রহণ করা।

(৭২)

ভাত খাতি খাতি চিঁড়ের নুচ।

অর্থ: সামান্য সুযোগ লাভ করার পর লোভের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া।

(৭৩)

পিঁয়েজীর খ্যাপে যাওয়া।

—'পটল তোলা'-র সমার্থক।

(৭৪)

ছিঁড়া ছালায় বালাম চাল।

অর্থ: নিকৃষ্টের মাঝে উৎকৃষ্টের আবির্ভাব।

(৭৫)

জোনেগের[১২৩] খোড়ে তেল দেয়া

অর্থ: পরের স্বার্থের ব্যাপারে সামান্যতম খরচ করতে না চাওয়া বা নামমাত্র খরচ করা।

(৭৬)

অতিতি[১২৪] গিরস্থ দাবড়াচ্ছে।

—প্রকৃত মালিককে অধিকার-বঞ্চিত করার চেষ্টা।

(৭৭)

ছ'মের[১২৫] কবরে কান্দা।

অর্থ: অ-জায়গায় শ্রম ব্যয়।

(৭৮)

উরোত[১২৬] দেখায়ে ছয়মাস।

অর্থ: বৃথা আশায় ঘুরানো।

(৭৯)

পানির ছিঁটে দিয়ে চোড়ির[১২৭] গুতো খাওয়া।

অর্থ: সামান্য অপরাধে গুরুতর শাস্তি পাওয়া।

(৮০)

অনুরোধে ঢেঁকি গেলা।

অর্থ: অনুরোধে পড়ে অসাধ্য সাধনে রাজী হওয়া।

(৮১)

কিলেয় কাঁঠাল পাকানো।

অর্থ: জোর করে সাধ্যাতীত কাজ করানো।

(৮২)

হাতীর মুখে ধুবলো ঘাস।

অর্থ: প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য।

(৮৩)

ছুঁচোর গায় আতর মাখানো।

অর্থ: অনুপযুক্তকে মাত্রাতিরিক্ত সম্মান দেয়া।

(৮৪)

ছুঁচো মা'রে হাতে গন্ধ।

অর্থ: সামান্য ব্যাপারে কেলেংকারী সঞ্চয়।

(৮৫)

তিতপুঁটি খা'য়ে আমাবস্যে নষ্ট।

—৮৪ নং-এর সমার্থক।

(৮৬)

চোরের গরু ভাঙাড়ে বান্ধা।

—গুরুতর অপরাধ অর্থে।

(৮৭)

যোল হাত ছাতির কুড়ো দেখানো।

অর্থ: মাত্রাতিরিক্ত ফাঁকা আশ্বাস প্রদান।

(৮৮)

রান্ধা কৈ মাছ পাতে হাঁটানো।

অর্থ: সুসম্পাদিত কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি।

(৮৯)

কানে হাঁটাতি সুতো হাঁটানো।

—৮৮ নং-এর সমার্থক।

(৯০)

ষোল চুঙোর বুদ্ধি এক চুঙোয়।

অর্থ: সমস্ত যুক্তি-পরামর্শ ব্যর্থ হওয়া।

(৯১)

যে পাতায় খায়, সেই পাতায় হাগে।

অর্থ: আপনজনের সাথে বেহায়ার মত নিমকহারামী করা।

(৯২)

মা'র কানের সোনা চুরি।

—৯১ নং-এর সমার্থক।

(৯৩)

কানারে হাইকোর্ট দেখানো

অর্থ: নির্বোধের সাথে ফাঁকিবাজী করা।

(৯৪)

বিলেই গাছে উঠানো।

অর্থ: মাত্রাতিরিক্ত লাই দেয়া।

(৯৫)

মায় মারা বাবায় তাড়ানো।

অর্থ: বংশ-পরিচয়হীন দস্যু-কুলাঙ্গার।

(৯৬)

কলা ছোঁয়ায়ছে—

—কিছুই না দেয়া অর্থে।

(৯৭)

কানারে পথ দেখানো।

অর্থ: আনাড়ী লোককে অভিজ্ঞ করে তোলা।

(৯৮)

ফুটোনার তলদে পড়া

—কোনো কিছুতে বরকত না হওয়া অর্থে।

(৯৯)

ভ্যাড়ার পালে বাছুর পরামানিক।

—নিকৃষ্টের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বোঝাতে।

(১০০)

আহালের[১২৮] ভাত জনমের খোটা।

—অসময়ের উপকারের খোটা দেয়া বোঝাতে।

(১০১)

ছাই মুড়ি দিয়ে ঘি ভাত খায়—

—বিত্তবান ব্যক্তির নোংরা জীবন-যাপন বোঝাতে।

(১০২)

ধান খাই চাল খাই করে।

—কোনো কাজে ইতস্ততঃ করা বোঝাতে।

(১০৩)

মাথার ঘায় কুহর পাগল

—নিজের সমস্যার গুরুত্ব বোঝাতে।

(১০৪)

কাজীর চেয়ে মোল্লা কমনা।

—উভয়ে সমান বলবান প্রতিদ্বন্দ্বী বোঝাতে।

(১০৫)

আষাঢ়ে মা'য়ে না ভাদুরে না'য়ে।

— অমিতব্যয়ী, বেহিসাবী, অ-সংসারী নারী অর্থে।

শব্দ-সমন্বিত প্রবচন

(১০৬)

কামারবাড়ির বিলেই।

— অতিশয় ধূর্ত অর্থে।

(১০৭)

খোদার খাসী।

—অকর্মণ্য স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি।

(১০৮)

পোদের আঁড়ে[১২৯]

(১০৯)

বোগদা[১৩০] গাই

(১১০)

বলীর পাঠা

—১০৮, ১০৯ ও ১১০ নং ১০৭ নং-এর সমার্থক।

(১১১)

নিহের[১৩১] বর

—অতিশয় স্ত্রৈণ।

(১১২)

ইংরেজের ঘোড়া।

—বেহায়া, যথেচ্ছগামী মেয়েছেলে।

(১১৩)

মান্দারের ফুল।

—নির্গুণ চেহারাবান।

(১১৪)

মাকাল ফল

(১১৫)

সাদা মুলো

(১১৬)

রাঙা মুলো

—১১৪, ১১৫ ও ১১৬ নং ১১৩ নং-এর সমার্থক।

(১১৭)

পুঁটি মাছের পরাণ।

—অতিশয় কৃপণ, নিচু ও ভীরুমনের অধিকারী।

(১১৮)

দাঁতের বুদ্ধি

—মনের খবর।

(১১৯)

আ'দো[১৩২] গাই

(১২০)

শুঁড়ীর দামড়া

—১১৯, ও ১২০ নং ১১৩নং-এর সমার্থক।

(১২১)

ছা'র দড়ি

—'বালির বাঁধ'-এর সমার্থক।

(১২২)

নুচির খদ্দের

—সুবিধাবাদী (ব্যঙ্গার্থে)

(১২৩)

উড়ো কায়েম

—'পরগাছা'-র সমার্থক।

(১২৪)

চিনের ফোঁটা।

—অতি সামান্য পরিমাণ।

(১২৫)

আলাগাছের দুলী

—'আলালের ঘরের দুলাল'-এর সমার্থক।

(১২৬)

আক্কার বাড়ানে

—মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছৃঙ্খল

(১২৭)

নরো পিচেশ[১৩৩]

—অতিশয় নোংরা।

(১২৮)

আল্লাদে কুদি।

—'ননীর পুতুল'-এর সমার্থক।

(১২৯)

বেনালের কাণ্ডারী

—বিপদের সহায়।

(১৩০)

নসের[১৩৪] বন্ধু

—অবৈধ প্রণয়ী।

(১৩১)

'পাহাড়ে' ছিনাল

—ঝগড়াটে, জাহাবাজ মেয়েমানুষ।

(১৩২)

জিয়েলপ্যাতা

—কালো, কুৎসিত ও অতিশয় ক্ষীণকায় মানুষ।

(১৩৩)

সাড়ে সব্বনাশ,

—মারাত্মক ক্ষতি

(১৩৪)

ফড়িঙে পা'চো।

— পাতলা চেহারার হাল্কা বুদ্ধির ব্যস্ত লোক।

(১৩৫)

ক্যালান দত্ত।

—ক্যাবলা গোছের মানুষ।

(১৩৬)

কাশী ভুইকম্প

— অসম্ভব ব্যাপার।

(১৩৭)

পুঙ্গাটিপা

— অত্যন্ত কৃপণ।

(১৩৮)

ঘোলের চুঙো।

— সাদাসিদে মানুষ, অল্পতেই যারা বশীভূত হয়ে যায়।

(১৩৯)

হাড় ফুটো

— অত্যন্ত গরীব।

(১৪০)

পুড়াধানের মাহাজন।

— তুচ্ছার্থক। নিঃসম্বল গলাবাজ।

(১৪১)

উড়োন চড়োই

—উদ্দেশ্যহীন, ভবঘুরে।

(১৪২)

টুনীর ফুটোকড়ি।

—সামান্য সম্বল (নিন্দার্থক)

(১৪৩)

বান্দে' ভাবতি।

— বিকৃত রুচির উচ্ছৃংখল বাবুগিরি।

(১৪৪)

মামুবাড়ির কচ্‌লানী।

— অপরিমিত আদর, অত্যধিক প্রশ্রয় বোঝাতে।

(১৪৫)

ফেদী পাগলী

— বেটে, শীর্ণকায়, নির্বোধ মেয়েমানুষ।

(১৪৬)

চিটেগুড়ির গাদ্‌না

—বেঁটে খাটো অত্যধিক মোটাসোটা মানুষ (ব্যঙ্গার্থে)।

(১৪৭)

নান্‌বানানী ফুনাবাজানী।

—নিন্দুক অর্থে।

(১৪৮)

কাচনাপাড়ার কবিরাজ।

— অত্যন্ত চতুর ও সতর্ক ব্যক্তি।

(১৪৯)

টন্নি মুক্তার

—বাচাল নিন্দুক।

(১৫০)

বাগুন-বেচা মুখ।

—কৃপণ লোকের ভার মুখ।

(১৫১)

কালদুম দেও

—কুৎসিত কুলাঙ্গার।

(১৫২)

প্যাট পুছা

—সর্বকনিষ্ঠ (আদরসূচক)

(১৫৩)

ধানের হুঁল

—ছেলে-সন্তান অর্থে।

(১৫৪)

বিলে'র পরাণ

—অতিশয় লোভী

(১৫৫)

আ'ল টাঙ্গর

—বাছ-বিচার, বড়-ছোটর ভেদাভেদ জ্ঞান।

এমনি আরও অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন ছড়িয়ে আছে যশোরের গ্রামাঞ্চলে, যা নগর-সভ্যতার পরিবর্তনমুখী স্রোতের তোড়ে টিকে থাকার

প্রতিযোগিতায় টাল-মাটাল। আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার স্বার্থে এগুলি অবদান রাখতে পারবে। এজন্যেই আরও ব্যাপক প্রচেষ্টায় এই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সম্পদগুলি সযত্নে সংগ্রহ ও সংরক্ষিত করা প্রয়োজন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ উদ্ধৃত: ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী: লোকসাহিত্য, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৩, পৃ. ২৫৬

২ দ্রষ্টব্য: আবদুল হাফিজ: লোককাহিনীর দিক-দিগন্ত, রাজশাহী, ১৯৬৮, পৃ. ২৩১

৩ নর-বির্বতন্ সম্পর্কে পাশ্চাত্য নৃ-বিজ্ঞানী J. Manchip White-কৃত *'Teach Yourself Anthropology'* গ্রন্থটিতে স্বচ্ছন্দ আলোচনা আছে।

৪ দ্রষ্টব্য: ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬

৫ দ্রষ্টব্য: শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী: যশোর-খুলনার ছড়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ৬

৬ আশরাক সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪

৭ ইল্লেত=গ্লানি, ময়লা

৮ ধুলি<ধুলে

৯ খাইজেত<খাসিয়াত (আরবী)=স্বভাব, চরিত্র

১০ ম'লি<ম'লে<মরলে

১১ ঘায়ো<ঘাওয়ালা=পচা

১২ কুহরির<কুকুরির<কুকুরের

১৩ মাহালি<মাখালি<মাখালে

১৪ মামুগের<মামুদের<মামাদের

১৫ লাগেছে<লেগেছে

১৬ সলকে=আলোয়

১৭ চুপো=টক

১৮ বিরোআশি<বিরাশি। প্রচলিত আরও ধারণা: যে-কোনো অঙ্গহীন ব্যক্তিরই চরিত্র জটিল হয়।

১৯ ঠ্যাটা=ঘাড় কাৎ, নিকৃষ্ট ধরনের ঢেঁকি
২০ ঢেহি<ঢেঁকি
২১ নি-নায়েরী=যা'র নাইওর নাই
২২ ফুটোনি<ফুটানি, বাহ্যাড়ম্বর
২৩ শাগের<শাকের
২৪ নাননি=রান্না
২৫ নাও=অবৈধ প্রণয়ী
২৬ কাননি=কান্না
২৭ উদা=নরম
২৮ বাঁশো=বাঁশের তৈরী
২৯ মুনাই=ঢেকির 'চুরুন'
৩০ চলা<চেলা, কাঠ।
৩১ ফালদে<ফাল দিয়ে=লাফ দিয়ে
৩২ মোশোর=মশারী
৩৩ কিসির<কিসের
৩৪ উত্তর-পুব=সাধারণ বোধ
৩৫ পোদ=অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক, অনার্য বংশোদ্ভূত
৩৬ গরু=এখানে নির্বোধ অর্থে
৩৭ কায়েত=কায়স্থ
৩৮ কিরে=কসম
৩৯ বাওনের<বামুনের, ব্রাহ্মণের
৪০ নাড়ে=নাড়িতে
৪১ না'ড়ের<নেড়ের, মুসলমানের (ঘৃণাসূচক)
৪২ লুয়ার<লোহার
৪৩ খোঁড়া মানুষের বুদ্ধি একটু ঘোরালো হয় বলে ধারণা।
৪৪ চ্যানায়<চোনায়, গো-মূত্রে
৪৫ না'য়েরে<নাইওরীতে
৪৬ সিথেনে<সীথানে
৪৭ পোথেনে<পৈথানে
৪৮ চুপচুপোয়ে<চুপে চুপে

৪৯ দবদবায়ে<দবদবিয়ে, দৃঢ় পদক্ষেপে
৫০ মিন্‌সে<গোঁয়ার গোছের পুরুষ মানুষ
৫১ মানান্তার<মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ
৫২ দোস্‌তনা<জ্যোছ্‌না<জ্যোৎস্না
৫৩ ফটিক<স্ফটিক
৫৪ কহর (আরবী শব্দ)=অভিশাপ, বিপর্যয়
৫৫ চ্যাট=অশ্লীলতাসূচক
৫৬ পা'লি<পেলে
৫৭ আবানে=অবর্তমানে, অভাবে
৫৮ তাঐ<তালোই
৫৯ য্যানে<যেহানে<যেখানে
৬০ সেহেনি<সেহানে<সেখানে
৬১ ভায়েনী<ভাই+ইনী=ভাবী
৬২ সষ্য<সরষে<সরিষা
৬৩ ফুলি<ফুলে
৬৪ শুলি<শুলে=যৌনমিলন ঘটলে
৬৫ এ্যাড়া=ছাড়া, মুক্ত
৬৬ ভ্যাড়া=বোকা
৬৭ ঘোড়া=এখানে বাঁধনহারা, চঞ্চল অর্থে
৬৮ ভাওাহান<ভাওাখান=ন্যাকড়াখানা
৬৯ কাপালি<কাপালিক; এখানে অতিশয় কৃপণ অর্থে
৭০ সেজে=সিদ্ধ হয়
৭১ কাতি<কার্তিক
৭২ নিয়ার<নীহার, শিশির
৭৩ জিপুত=শিশু (আদরসূচক)
৭৪ ন্যাংড়া=ক্ষীণকায়, হীনস্বাস্থ্য
৭৫ চাংড়া=খণ্ড
৭৬ উনো=কম
৭৭ খা'ন=কাঁধি (কলার)
৭৮ এ্যাহে<একে

৭৯ জাওলা=কচি ধানের চারা

৮০ তাতে=উত্তপ্ত হয়

৮১ মাতে<মত্ত হয়

৮২ আড়া=রংধনু

৮৩ গাড়া<গাতা<গর্ত

৮৪ খাড়া খাড়া=সহজে

৮৫ উদ্দুম=ঢোলজাতীয় বাদ্যযন্ত্র (?)

৮৬ আসসার···আছে=এ নেই, তা' আছে, বাহ্যাড়ম্বর

৮৭ গুদি=পাছায়।

৮৮ নোম<লোম; ল' ধ্বনির 'ন' ধ্বনিতে রূপান্তর যশোরে—ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

৮৯ বাড়া=পুরুষাঙ্গ

৯০ ভাওড়া=মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছৃংখল বাবুগিরি

৯১ স্যাটায়=যৌনাঙ্গে

৯২ কান্দা=প্রান্ত

৯৩ বা'য়ে<বেয়ে, গড়িয়ে

৯৪ খাটা=টক, অম্বল

৯৫ উটোনি=সামর্থ্য

৯৬ ফুটোনি<ফুটানি, বাহ্যিক জাঁকজমক

৯৭ ছুড়ানী=চাবি

৯৮ দিহিলাম<দিছিলাম<দিয়েছিলাম

৯৯ শ্যাক<শেখ

১০০ ম্যাকমেকিডে<ম্যাকমেকিটা=মেজাজ, দৌরাত্ম্য

১০১ খুনারজাদী<(খোনকার জাদী, পীরের মেয়ে

১০২ নাউ<লাউ

১০৩ তত্ত<তপ্ত, গরম

১০৪ ইজেদ্দার<ইজারাদার, হাটের মালিক

১০৫ সাট্=চালাকচতুর, পরিপাটী

১০৬ বুচ=একপ্রকার ছোট ও গোলাকার মিষ্টি ফল

১০৭ নুচ<রুচ, রুচি, ইচ্ছে

১০৮ নিহে<নিকে, পুনর্বিবাহ
১০৯ নাগ<রাগ
১১০ ঢেহির<ঢেঁকির
১১১ আল্লে<আলোনা=লবণহীন
১১২ কচায়<পুরুষাঙ্গে
১১৩ চিলেয়=পরিপাটি করে (?)
১১৪ চুপা=চোয়ালসহ মুখ
১১৫ খ্যাড়<খড়=শন
১১৬ আমাটি=পাছা (?)
১১৭ শুয়োলে<শুকোলে<শুকালে
১১৮ চামাটি<চাম<চামড়া
১১৯ সায়ো=স্ত্রীঅঙ্গ (ঘৃণাসূচক)
১২০ ছোন<শন. খড়
১২১ ব্যাগর<বেগায়ের (উর্দু)=ব্যতীত, ছাড়া
১২২ ধাপড়া=এক রকম পিঠা
১২৩ জোনেগের<জনদের=কামলা বা মজুরদের
১২৪ অতিতি<অতিথি
১২৫ ছ'মের=ছমিরের
১২৬ উরোত<উরু
১২৭ চোড়ির<চৈড়ের; চৈড়=লম্বা বাঁশের দণ্ড।
১২৮ আহালের=আকালের, বিপদকালীন ,
১২৯ আঁ'ড়ে<এঁড়ে
১৩০ বোগদা<নির্বোধ
১৩১ নিহের<নিকের
১৩২ আ'দো=বন্ধ্যা
১৩৩ পিচেশ=পিশাচ
১৩৪ নসের<রসের।